মার্চ ২০২০

ওয়ার্কার্স রাইটস কনসোর্টিয়াম শ্বেতপত্র

যে শ্রমিকেরা আমাদের কাপড় তৈরি করেন তাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা কে দেবে?

WORKER RIGHTS CONSORTIUM

৫ টমাস সার্কেল এনডব্লিউ,পঞ্চম তলা
ওয়াশিংটন,ডিসি ২০০০৫
(২০২) ৩৮৭-৪৮৮৪ | www.workersrights.org

মার্চ ২০২০

লেখক
স্কট নোভা, নির্বাহী পরিচালক,ওয়ার্কার রাইটস কনসোর্টিয়াম
ইনেকে জেলডেনরাস্ট,আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক,ক্লিন ক্লোথস ক্যাম্পিইন

প্রচ্ছদের ছবি
বাংলাদেশের একজন পোশাক শ্রমিকের আলোকচিত্র
ক্রেডিটঃ ইসমাইল ফেরদাউস/ PRI

ওয়ার্কার রাইটস কনসোর্টিয়াম
৫ টমাস সার্কেল এনডব্লিউ
পঞ্চম তলা
ওয়াশিংটন,ডিসি ২০০০৫
(২০২)-৩৮৭-৪৮৮৪ | www.workersright.org

ভূমিকা

অর্থনীতিতে করোনাভাইরাস মহামারীর প্রভাব মাত্রার দিক থেকে বিশাল ও পরিসরের দিক থেকে বৈশ্বিক। বিশ্বের ধনী দেশগুলো তাদের শ্রমিকদের আয় নিশ্চিত করতে ও কর্পোরেশনগুলোকে টিকিয়ে রাখতে ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা রয়ে গেছে —এই কর্পোরেশনগুলোর বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে পরিশ্রমরত শ্রমিকদেরকে কে উদ্ধার করবে?

আমাদের পরিধেয় পোশাক ও জুতা তৈরি করা এই শ্রমিকেরা [১][1] কোভিড-১৯ দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাপ্লাই চেইনের শ্রমিক হিসেবে যে মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সামান্য অথবা কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই চাকুরি হারাবেন, সংখ্যার বিবেচনায় তারা বিশাল। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে ১৫০ মিলিয়নেরও বেশি শ্রমিক রয়েছেন যারা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানে রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছেন এবং ধনী দেশগুলির সেবা খাতের চাকুরিতে রয়েছেন আরো দশ মিলিয়ন মানুষ যারা বৈশ্বিক কর্পোরেশনগুলোর সাথে জড়িত।[২][2]

পোশাক, টেক্সটাইল ও জুতা তৈরি শিল্পে ৫০ মিলিয়ন শ্রমিক[৩][3] কাজ করেন; এসব খাতে শ্রমিকরা অল্প বেতন পান এবং এদের অনেকেই নারী শ্রমিক যারা পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী। এদের মধ্যে খুব কম শ্রমিকই কোন ধরনের সঞ্চয় রাখার মত পারিশ্রমিক পান। উপরন্তু, দীর্ঘকাল অল্পবেতনে চাকুরি করে এদের অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এই লেখাটি (paper) পোশাক খাতের উপর গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যে খাতটি কোভিড-১৯ সংকট দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত খাতগুলির একটি হতে যাচ্ছে। তবে এখানে উপস্থাপিত বিষয়গুলো সব সেক্টরের জন্যই যথেষ্ট পরিমাণে প্রযোজ্য হতে পারে।

সংকটের কারণসমূহ

তৈরি পোশাকখাতের সাপ্লাই চেইনের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের দিকে নেমে আসা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুতর কারণ ভূমিকা রেখেছে।

- মহামারী ঠেকাতে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে ধনী রাষ্ট্রগুলো পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদার উপরে এমনভাবে লাগাম টেনে ধরেছে যা আগে কখনো দেখা যায় নি। এতে করে বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া ছিল যত দ্রুত সম্ভব সাপ্লাই চেইনে তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া।[৪][4]

- বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে চুক্তিবদ্ধ কারখানা থেকে পণ্য কিনে নেওয়ার ব্যাপারে ব্র্যান্ডগুলোর যে বাধ্যবাধকতা থাকে তা যেন আরও শিথিল করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কারখানার সাথে জড়িত সরবরাহকারীরা কাপড় কেনা ও সেলাই বাবদ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক শোধ করাসহ উৎপাদনের সার্বিক খরচ বহন করে। ব্র্যান্ডগুলো পোশাক ডেলিভারির ৬০ অথবা ৯০ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ করে না। এর ফলে যখন বাইরের কোন ঘটনায় সাপ্লাই চেইনের খরচ প্রভাবিত হয়, তখন সরবরাহকারীদের উপর খরচের সমস্ত দায় চাপানোর উপায় ও স্বাধীনতা ব্র্যান্ডগুলোর রয়েছে। এই মুহূর্তে হুট করে উৎপাদন নেটওয়ার্কজুড়ে সরবরাহকারী কারখানাগুলোর ক্রয়াদেশ বাতিল করে ব্র্যান্ডগুলি এই কাজটিই করছে।[৫][5] অনেক ক্ষেত্রে তারা খুবই বাজে উপায়ে ইতিমধ্যে উৎপাদিত অথবা উৎপাদনে থাকা পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল করছে কিংবা এর মূল্য

---

[1] ১. আনা কেলি , " কোভিড-১৯ কারণে কারখানা বন্ধ হওয়ায় নিঃস্ব হওয়ার মুখে পোশাক শ্রমিকেরা," দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা , মার্চ ১৯ , ২০২০ https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2020/mar/19/garment-workers-facedestitution-as-covid-19-closes-factories.

[2] ২. গুইলামে ডেলাটোরে , "বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে মর্যাদাপূর্ণ কাজ: একটি অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা," আইএলও ওয়ারকিং পেপার নং-৪৭, অক্টোবর ২০১৯, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_723274.pdf.

[3] ৩. পোশাক, সুতা, টেক্সটাইল, হোম টেক্সটাইল এবং জুতা উৎপাদন খাতের সকল শ্রমিকের জন্য কর্মী অধিকার কনসোর্টিয়ামের সম্ভাব্যতান।

[4] ৪. টারা ডোনাল্ডসন, "কোভিড-১৯ এ বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ায় H&M, Zara উৎপাদন বন্ধ করেছে," সোর্সিং জার্নাল, মার্চ ১৮,২০২০, https://sourcingjournal.com/topics/sourcing/hm-zara-halt-apparel-productioncoronavirus-store-closures-201104/.

[5] ৫. টারা ডোনাল্ডসন, "বাংলাদেশে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ক্রয়োদেশ বাতিল করেছে ব্র্যান্ডগুলো-হুমকির মুখে কয়েক হাজার মানুষের চাকুরি," সোরসিং জারনাল, মার্চ ২০,২০২০ https://sourcingjournal.com/topics/sourcing/coronavirus-bangladesh-factories-order-cancellations-

পরিশোধ করতে অস্বীকার করছে।[৬] এই ক্রয়াদেশগুলির উপরে নির্ভর করে সরবরাহকারীরা ইতোমধ্যে কাপড়, শ্রমিক এবং আউটলেটের জন্য টাকা পরিশোধ করেছে। যদি ব্র্যান্ডগুলো ক্রয়াদেশের টাকা পরিশোধ করতে রাজি না হয় তাহলে সরবরাহকারীরা আর এই টাকা তুলে আনতে পারবে না। অনেক ব্র্যান্ড অনিবার্য দুর্ঘটনার ফলাফল হিসেবে দেখিয়ে তাদের এইসব আচরণকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে চাইছে, যদিও সরবরাহকারীদের সাথে তাদের অনেক চুক্তিতেই একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকটের কারণে চুক্তি বাতিল হওয়ার মত কিছু উপস্থিত নেই।[৭] শেষমেশ চুক্তিতে কী আছে সেটার আর কোন গুরত্বই থাকে না। মুষ্টিমেয় কিছু সরবরাহকারী তাদের ক্রেতাদের নামে মামলা করতে সমর্থ, যাদের ব্যবসা কোন একদিন তারা পুনর্দখল করতে পারবে বলে মনে করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন সরবরাহকারীর মামলা পরিচালনা করার মতো অর্থ ও সময় থাকে না। উল্লেখ্য, অনেক ব্র্যান্ডের নিজস্ব 'দায়িত্বশীল প্রস্থান' নীতি থাকে যা তাত্ত্বিক ভাবে কোন নোটিশ ছাড়াই চুক্তির শর্তের বাইরে ক্রয়াদেশ বাতিল করার বিপক্ষে অবস্থান নেয়।[৮] তবে অন্য সব 'কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব' নীতির মত এই মাপকাঠিগুলো আসলে ঐচ্ছিক এবং ব্র্যান্ডগুলো তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারে।

- এই সংকট ও ব্র্যান্ডগুলোর প্রতিক্রিয়া যে ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় তৈরি করে তা সামাল দেয়ার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য বেশিরভাগ কারখানা মালিকেরই থাকে না।[৯] এই অবস্থায় ক্রয়াদেশ গণবাতিলের মুখে কারখানার মালিকরা যা করতে পারে তা হলঃ (১) শ্রমিকদের দ্রুত ছাটাই করা এবং খুব অল্প পরিমাণে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া; (২) যে ক্রয়াদেশগুলো বাতিল হয়নি সেগুলোর জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি স্বত্বেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিককে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত রাখা।

- যারা চাকুরি হারায় তাদের জন্য বেশিরভাগ রপ্তানিকারক দেশেরই কিছু আইনী সুরক্ষা রয়েছে যেমন সাময়িক বরখাস্তের ক্ষেত্রে বেতনের একটা অংশ অব্যাহত রাখা, চাকরিচ্যুত করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় দেওয়া (severance) এবং কিছু ক্ষেত্রে বেকার বীমার ব্যবস্থা রাখা। সরকার নিজে এই সুযোগ-সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা করে না তবে এই সুবিধাগুলো রাখার জন্য মালিকপক্ষ অথবা চাকরিদাতাদের ছাপ দেয়। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ খুবই সামান্য।

যেখানে ব্র্যান্ডের ক্রয়াদেশ বাতিল করার কারণে কারখানা মালিক অথবা চাকরিদাতারা আর্থিকভাবে চাপে পড়েন এবং অনেকক্ষেত্রে ঋণে নিমজ্জিত থাকেন, সেখানে শ্রমিকদের বেতন না দেয়ার কারণ হিসেবে

garmentworkers-201541/ মারক বেইন, "বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের হুমকির মুখে পোশাক শ্রমিকদের জীবন," কোয়ারটজ,মার্চ ২০, ২০২০, https://qz.com/1821511/coronavirus-threatens-jobs-of-garment-workers-insoutheast-asia/ রাচেল কারন্যান্সকি, "করোনা ভাইরাসের বিস্তারে চাকরি হারাচ্ছেন সাপ্লাই চেইন কর্মীরা," ভোগ বিজনেস,মার্চ ২০,২০২০, https://www.voguebusiness.com/sustainability/coronavirus-causesclosures-and-layoffs-for-workers-bangladesh-india.

[6] ৬. নাইমুল করিম, "করোনা ভাইরাসে ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর অর্ডার বাতিলের কারণে বাংলাদেশে বাড়ছে চাকুরি হারানোর ভয়," রয়টার্স, মার্চ ১৯, ২০২০, https://www.reuters.com/article/ushealth-coronavirus-bangladesh-jobs-tr/job-cut-fearsas-fashion-brands-slash-orders-in-bangladesh-withcoronavirus-idUSKBN2163QJ; জন এমন্ট, "লাখো চাকুরি হুমকিতে ফেলে খুচরা বিক্রেতারা এশীয় কারখানাগুলো থেকে ক্রয়াদেশ বাতিল করছে," ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, মার্চ ২৫,২০২০, https://www.wsj.com/articles/as-the-westshutters-stores-retailers-cancel-orders-from-asianfactories-11585134455.

[7] ৭. ভিকি এম ইয়ং, "আপনার কারখানার ক্রয়াদেশ বাতিল নিয়ে চিন্তিত? আপনার যা জানা প্রয়োজন," সোরসিং জারনাল, মার্চ ২৩,২০২০, https://sourcingjournal.com/topics/sourcing/coronavirus-cancel-factoryproduction-orders-gary-wassner-hildun-anchinkearny-201478/.

[8] ৮. উদাহরণের জন্য দেখুন: PVH, "সাপ্লাই চেইনে কর্পোরেট রেসপনসিবিলিটি," পৃ-১৪৩, https://responsibility.pvh.com/wp-content/themes/twentynineteen/static-pages/static/resources/pvh-crsupplier-guidelines.pdf; GAP, "২০১৮ গ্লোবাল সাসটেইনিবিলিটি রিপোর্ট," পৃ-৩০, https://www.gapincsustainability.com/sites/default/files/Gap%20Inc%20Report%202018.pdf.

[9] ৯. মারক আনের, "ক্ষমতার একসাথে করাঃ শোষণের উৎস,শ্রমিক অধিকার এবং রানা প্লাজার পরে বাংলাদেশে ভবন সুরক্ষা," গবেষণা প্রতিবেদন, সেন্টার ফর গ্লোবাল ওয়ার্কার্স রাইটস, মার্চ ২২,২০১৮, https://ler.la.psu.edu/gwr/documents/copy_of_CGWR2017ResearchReportBindingPower.pdf.

তাদের অজুহাত ও ক্ষমতা (আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে) দুইই থাকে।

আরো লাখ লাখ পোশাক শ্রমিক রয়েছেন যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগকৃত এবং যাদেরকে ক্ষণস্থায়ী শ্রমিকের শ্রেণিতে ফেলা হয় (কখনো কখনো আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে) এবং এর ফলে তারা খুব সামান্য সুযোগ সুবিধা পায় অথবা কখনো কখনো সুবিধা পাওয়ার অধিকারই তাদের থাকে না।১০[10]

- সুস্পষ্ট কারণেই অনেক শ্রমিকরা কাজে যেতে চাইবে না তবে ভাতা ছাড়া কাজ বাদ দেয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই। সংক্রমিত হওয়া অথবা বাসার কাউকে সংক্রমিত করার ভয়ে অথবা অন্য কোন কারনে শ্রমিকরা কাজ না করলে তারা তাদের আইনগত সুরক্ষার অধিকারও হারায়, যদি না সরকার তাৎক্ষনিকভাবে কোন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করেন। যেসব কারখানাতে বড় পরিসরে উৎপাদন চলছে সেখানে বেশীরভাগ শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়েই কাজে আসতে বাধ্য হবেন। তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অনেক কারখানা মালিকেরাই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা, ব্যাক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনে ব্যর্থ হয়েছেন।১১[11] এর মাধ্যমে শ্রমিকরা বিপন্ন হচ্ছে সেই সাথে মহামারী নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তর সামাজিক চেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে।

- কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপি যে সংকট তৈরি হয়েছে তার কারণে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন যেন না হতে হয় তার জন্যে জনসাধারণের জন্য হস্তক্ষেপমূলক কর্মকাণ্ড অপরিহার্য। এই কারণে অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলো ব্যবসা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে রাজস্ব উদ্দীপনা এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের অভূতপূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তবে বেশীরভাগ বৃহৎ পোশাক রপ্তানিকারী দেশের (চীন হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাতিক্রম) এই ধরনের সহযোগিতা প্রদান করার জন্যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই, উপরন্তু মহামারীর তাৎক্ষনিক স্বাস্থ্যসেবার খরচ সামলাতেই এরা বিপন্ন হবে। এদের পক্ষে পোশাক শ্রমিকদের একাধিক মাসের বেতন দেয়া এবং হাজার হাজার ডুবতে বসা ব্যবসাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। কিছু দেশ চেষ্টা করবে, কিন্তু সাহায্যের পরিমান যৎসামান্য এবং স্বল্পমেয়াদী হওয়ায় তা যথেষ্ট হবে না। সাপ্লাই চেইন বিশ্বায়িত হলেও সামাজিক সহায়তা মাধ্যম বিশ্বায়িত নয়। অপেক্ষাকৃত ধনী দেশের সরকার এখন পর্যন্ত তাদের প্রতিষ্ঠানে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের স্বল্প আয়ের দেশের শ্রমিকদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্যের আওতায় রাখেনি।

সাপ্লাই চেইন শ্রমিকদের ভয়ানক পরিণাম

এই সকল বাস্তবতা এক কঠিন পরিস্থিতির আভাস দেয়, তা হলো লক্ষাধিক শ্রমিক নামমাত্র ক্ষতিপূরণ বা তা ছাড়াই সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে বরখাস্ত হবে। চরম দারিদ্র্য এড়াতে বাকীদের একমাত্র উপায় হবে অনিরাপদ কারখানাতে কাজ করতে যাওয়া।

প্রশংসনীয়ভাবে পোশাক রপ্তানিকারী কিছু দেশের সরকার শ্রমিকদের স্বল্পমেয়াদী আয় সংস্থান করার বা কারখানাগুলোকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ২ সপ্তাহের জন্য) শ্রমিকদের বেতনের বড় অংশ বরাদ্দ রেখে।১২[12] দুর্ভাগ্যজনক হলো ২ সপ্তাহ ২ মাস হয়ে গেলে

[10] ১০. উদাহরণের জন্য দেখুন: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, " 'দ্রুত কাজ করো অথবা বের হয়ে যাও' কম্বোডিয়ার পোশাক শিল্পে শ্রমিক অধিকারের লঙ্ঘন," মার্চ ১১,২০১৫, https://www.hrw.org/report/2015/03/11/work-faster-or-getout/labor-rights-abuses-cambodias-garment-industry; "বিশ্বজুড়ে মানদণ্ডহীন কর্মসংস্থান," আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ২০১৬, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication /wcms_534326.pdf.

[11] ১১. বাংলাদেশের পোশিক শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের সাথে ডব্লিউআরসি'র সংলাপ।

[12] ১২. ক্লিন ক্লোথস ক্যাম্পেইন, "লাইভ-ব্লগঃ করোনা ভাইরাস কীভাবে সাপ্লাই চেইনের পোশাক শ্রমিকদের উপরে প্রভাব ফেলছে," ২০২০, https://cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-the-coronavirus-influencesworkers-in-supply-chains; "মালিকদেরকে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করতে বলা হয়েছে," ডন, মার্চ ২৬,২০২০, https://www.dawn.com/news/1543735/employerswagesasked-to-pay-workers-salaries; "করোনা ভাইরাসের প্রভাবঃ রপ্তানিখাতের শিল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা," দি ডেইলি স্টার, মার্চ ২৫, ২০২০, thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-

বেশিরভাগ সরকার এবং কারখানা মালিক অর্থনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলো ২ সপ্তাহ ২ মাস হয়ে গেলে বেশিরভাগ সরকার এবং কারখানা মালিক অর্থনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে।

পোশাকের চাহিদার দ্রুত পতন দেখা দিচ্ছে এবং অনেক ব্র্যান্ড অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।১৩[13] ব্র্যান্ডের টাকা ধরে রাখা এবং জিনিসপত্র কমিয়ে আনা হলো অপ্রত্যাশিত এই সংকটকালে ব্যবসা রক্ষা করার একটি যুক্তিসঙ্গত প্রতিক্রিয়া। তবুও জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করা যায় না। পোশাকশিল্পে ক্ষমতা সম্পর্কের প্রভাব কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ডগুলো সংকটকালে যাবতীয় লোকসানের বেশীরভাগটা শ্রমিক এবং সাপ্লায়ারের উপর চাপিয়ে দেয়। একথা মনে রাখা দরকার যে বিশ্বব্যাপী এ সকল ব্র্যান্ড এবং রিটেইলার কিছু দেশের দুর্বল নিয়মকানুন ও সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ নিয়ে বছরের পর বছর লাভ করেছে। এবং অর্থনৈতিকভাবে এজাতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের সাপ্লায়ারদের তুলনায় তারা ভালো অবস্থানেই রয়েছে।

বিপর্যয় প্রতিরোধ: ব্র্যান্ডের দায়িত্ব এবং বিশ্বের যৌথ প্রতিক্রিয়া

সাপ্লাই চেইন শ্রমিকদের আসন্ন বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে নিম্নোক্ত দুটি নিশ্চিত করা প্রয়োজনঃ (১) ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের নিজ নিজ মানদণ্ড অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, অর্থাৎ তারা 'দায়িত্বশীল প্রস্থান'-এর মানদণ্ড মেনে চলবে এবং এটাও নিশ্চিত করবে যে সরবরাহকারীরা যেন অবশ্যই আইনগতভাবে বরাদ্দকৃত অর্থনৈতিক সাহায্য সাময়িক এবং স্থায়ীভাবে বরখাস্ত শ্রমিকদের প্রদান করে, এবং (২) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তঃসরকারী সংস্থা এবং/অথবা ধনী দেশের সরকার সম্মিলিতভাবে সংকটকালীন সময়ে শ্রমিকদের আয় বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এই সংকটের অর্থনৈতিক ভার সাপ্লাইয়ার এবং শ্রমিকদের উপর না চাপিয়ে সেই দায়ভার কিভাবে ভাগ করে নেওয়া যায় সে ব্যাপারে ব্র্যান্ডগুলো আরো ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেসব পণ্য প্রস্তুত হয়েছে বা প্রক্রিয়া চলছে, বা রপ্তানি করার জন্যে রাখা হয়েছে সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে সাপ্লায়াররা কীভাবে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবে তা নির্ধারণ না করেই অর্ডার বাতিল করে দেয়া কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজ নয়; চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্যের জন্য ব্র্যান্ডগুলোর যে মূল্য দেয়ার কথা তা এড়িয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়। ব্র্যান্ডগুলো নিজস্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে এটা ঠিক, তবে সম্পদ বন্টন আসলে গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপার। ব্র্যান্ড তাদের সাপ্লায়ার ও শ্রমিকদের প্রতি দায় পরিপূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সংকটের মাঝেও যদি সীমিত সম্পদ এই দিকে বরাদ্দ করে, তাহলে হয়তো কিছু কারখানার বিলোপ না হয়ে টিকে থাকতে পারবে। অন্যদিকে ব্র্যান্ডেরও সামর্থ্য রয়েছে আর্থিকভাবে সক্ষম এরকম সাপ্লায়ারদের বাধ্য করা যাতে তারা শ্রমিকদেরকে চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক সুবিধাগুলো প্রদান করে।

ব্র্যান্ডগুলো যদি তাদের ন্যায়সঙ্গত দায় কিছু পরিমানে গ্রহণ করে, তারপরেও সম্মিলিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় একটা গনতহবিলের প্রয়োজন হবে ঐসকল দেশের শ্রমিকদের জন্য যারা একক প্রচেষ্টায় তাদের শ্রমিকদের সাহায্য দিতে অক্ষম । এই বিশাল সংকটের মুহূর্তে সবাই বাঁচার উপায় খুঁজছে; এ সময়ে সবার বাঁচার সুযোগ নিশ্চিত করা কর্তব্য। কোভিড-১৯ স্বদেশে যে অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হবে, তা নিরসনে ধনী দেশগুলি শত কোটি ডলারের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করবে।১৪[14] যদি সেই সাথে এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঙ্গীকার রক্ষা করা যায়, তা উৎপাদন এবং সাপ্লাই চেইন এর সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবার, এবং হাজার হাজার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই প্রকার সাহায্য যে সকল শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য:

- যেসব দেশের শ্রমিক তহবিল পাবেন, সেইসব দেশের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে, যাতে করে সংকট কমে আসলে

threat/news/pm-announcestk-5000cr-stimulus-package-export-orientedindustries-1885813.

[13] ১৩. জন এমন্ট, "খুচরা বিক্রেতারা অর্ডার বাতিল করছে," "টাইমলাইন-করোনা ভাইরাস যেভাবে বৈশ্বিক পোষাক শিল্পের উপরে প্রভাব ফেলছে," জাস্ট স্টাইল,২০২০, https://www.juststyle.com/news/timeline-how-coronavirus-isimpacting-the-global-apparel-industry-free-toread_id138313.aspx.

[14] ১৪. এমিলি কোক্রেন ও নিকোলাস ফান্দোস, " দ্বি-দলীয় চুক্তির পরে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা অনুমোদন করলো সিনেট," নিউ ইয়রক টাইমস, মার্চ ২৬, ২০২০, https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/politics/coronavirus-senate-deal.html.

চাকুরি হারানো পোশাক শ্রমিকদের আয় রক্ষা করা যায়, এবং

- চুক্তিগতভাবে প্রযোজ্য দায়বদ্ধতা ব্র্যান্ডগুলো গ্রহণ করবে, যা বাজার স্থিতিশীল হওয়ার পর কার্যকর হবে, এবং যার ভিতরে সাপ্লাইয়ারদেরকে তারা যে অর্থ প্রদান করে তার প্রতিফলন থাকবে।

ব্যর্থ সাপ্লাই চেইন মডেল আর নয়

সাপ্লাই চেইনের অপর্যাপ্ত সুরক্ষার কারণে কোটি কোটি শ্রমিককে মহামারির দরুণ সৃষ্ট বিধ্বস্ত অর্থনীতির সময়ে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে যাওয়া নতুন কিছু নয়। শ্রমজীবী মানুষ, ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ (নাগরিক সমিতি) বহুদিন ধরেই বলে চলেছেন যে, আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইনের কাঠামোর ভিতরেই নিহিত রয়েছে শ্রমিকদের অরক্ষিত অবস্থার মূল কারণ। বর্তমানে বিদ্যমান মডেলকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে:

- কারখানাকে যে অর্থ পরিশোধ করা হয় তা দিয়ে একদিকে শ্রমের সঠিক মুল্যায়ন করে শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন হয় না, এবং অন্যদিকে সংকটকালে প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদানের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় থাকা উচিৎ সাপ্লাইয়াররা তা থেকে বঞ্চিত হয়।

- ক্রেতা এবং সরবরাহকারীর মাঝে ক্ষমতাসম্পর্কের অসমতা এত বিশাল যে ক্রেতারা খুব সহজেই অপ্রত্যশিত খরচের বোঝা সাপ্লাইয়ারের উপর চাপিয়ে দিয়ে লাভের বড় অংশ নিজেরাই রাখতে পারে।

- একদিকে আইনগতভাবে পরিচালিত মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে ব্র্যান্দগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, অন্যদিকে সংকট সমাধানে ঐচ্ছিক শ্রম মানদণ্ডের উপর নির্ভর করা, যা কিনা শ্রমিকরা বাস্তবায়ন করতে পারে না।

বর্তমান সাপ্লাই চেইন কাঠামো কিভাবে আসন্ন অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে আরো বাড়িয়ে তুলেছে সেটা বুঝতে পারলে কোভিড-১৯ এর দুর্যোগ অবসানের পর যে নতুন সাপ্লাই চেইন তৈরি হবে তা আরো ন্যায়সঙ্গত, যৌক্তিক, স্থিতিস্থাপক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা

ধনী দেশগুলোর আইনপ্রণয়নকারীরা যেমন করে খুব কম সময়ের মধ্যে বিশাল অর্থনৈতিক সুরক্ষা তৈরি করছে, তেমনি করে কয়েক সপ্তাহের মাঝেই সাপ্লাই চেইনের শ্রমিকদের রক্ষার্থে এমন নৈপুণ্যের সাথে কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। সাপ্লাই চেইন সীমান্তে শেষ হয়ে যায় না; তেমনি অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের সময় “আমরা একে অপরের পাশে থাকবো” শ্লোগানেরও সীমান্তে থেমে থাকা উচিত নয়।